ইবিতে ছাত্রী নির্যাতন তদন্ত প্রতিবেদনে নির্যাতনের সত্যতা

নির্যাতন ও ভিডিও ধারণের সত্যতা পাওয়া গেছে। নির্যাতনকারী শনাক্ত এবং তাঁদের কী ধরনের শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে সে বিষয়ে সূত্র তথ্য দিতে পারেনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আবাসিক হলে ছাত্রী নির্যাতনের আলোচিত ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি। গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় তদন্ত কমিটির সদস্যসচিব আলীবদ্দীন খান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এ প্রতিবেদন জমা দেন। ওই ঘটনায় এই প্রথম কোনো তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিল। নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে মোট চারটি কমিটি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে কী উল্লেখ করা হয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তবে তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, ছাত্রীকে নির্যাতন ও ভিডিও ধারণের সত্যতা পাওয়া গেছে। নির্যাতনকারী শনাক্ত এবং তাঁদের কী ধরনের শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে সে বিষয়ে ওই সূত্র কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

তদন্ত প্রতিবেদন জমা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এইচ এম আলী হাসান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এর একটি কপি এরই মধ্যে হাইকোর্টে জমা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। যেহেতু এটি সাবজুডিস বিষয়, তাই আদালত থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, মোট ১১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দিয়েছে তদন্ত কমিটি। এ ছাড়া শতাধিক পৃষ্ঠার সংযুক্তি জমা দেওয়া হয়েছে। তবে মূল প্রতিবেদনে শুধু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেকটি সূত্র জানায়, প্রতিবেদনে ভুক্তভোগী ছাত্রীকে নির্যাতনের ঘটনার বর্ণনার শুনে তদন্ত কমিটির সদস্যরাও বিব্রত হয়েছেন। এমনকি নির্যাতনের কিছু চিত্রের বর্ণনার সময় কমিটির পুরুষ সদস্যরা বাইরে বের হয়ে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘প্রতিবেদনের একটি কপি হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে এরই মধ্যে হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে। আর একটি রেজিস্ট্রারের কাছে আছে। উপাচার্য স্যার বাইরে আছেন। তাঁর নির্দেশনা পেলে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে।’

নির্যাতনের অভিযোগ করে ভুক্তভোগী ছাত্রী গত ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রশাসন বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। পরে ১৫ ফেব্রুয়ারি পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন উপাচার্য। এতে আইন বিভাগের অধ্যাপক রেবা মণ্ডলকে আহ্বায়ক করা হয়। কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। কমিটি ১৮ ফেব্রুয়ারি কার্যক্রম শুরু করে। ভুক্তভোগী, অভিযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার শেষে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।

ফোনে ভুক্তভোগীর বক্তব্য নিয়েছে ছাত্রলীগ : বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটি ভুক্তভোগী ছাত্রীকে ক্যাম্পাসে ডাকলেও নিরাপত্তাহীনতার কথা জানিয়ে তিনি আসেননি। পরে মোবাইল ফোনে ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার নেয় ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটি।

কমিটির আহ্বায়ক মুন্সি কামরুল হাসান অনিক বলেন, ‘অভিযোগকারী ছাত্রী ক্যাম্পাসে আসতে রাজি না হওয়ায় মোবাইল ফোনে তার বক্তব্য নিয়েছি। আমরা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে রাতেই কেন্দ্রে জমা দেব।’

হলের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত : দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল প্রশাসনের তদন্ত কমিটিও অভিযুক্ত, ভুক্তভোগী ও অন্যদের বক্তব্যগ্রহণ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে বলে জানা গেছে। কমিটির এক সদস্য জানান, প্রতিবেদন লেখার কাজ চলছে। আজ সোমবার প্রতিবেদন দেওয়া হতে পারে।

এদিকে জেলা প্রশাসনের তদন্ত কমিটিও তদন্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কবে প্রতিবেদন দেবে সেটি গতকাল পর্যন্ত জানা যায়নি।

সিসিটিভি ফুটেজ ছাড়াই তদন্ত প্রতিবেদন : হলের বিভিন্ন স্থানে আটটি সিসিটিভি থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেগুলোর ফুটেজ সংগ্রহ করতে পারেনি তদন্ত কমিটি। নির্যাতনের স্থান ডাইনিং ও গণরুমে প্রবেশপথে ক্যামেরা থাকলেও তার ফুটেজ পাওয়া যাচ্ছে না। ক্যামেরার বায়াসের ব্যাটারি দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট থাকায় ফুটেজ সংরক্ষণ জটিলতায় কারিগরি সমস্যা হয় বলে জানিয়েছে হল কর্তৃপক্ষ।